# প্লাস্টিক বর্জন কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০ অনুযায়ী একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর পাইলটিং হিসেবে মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর প্লাস্টিক বর্জন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ও এর অধীনস্ত দপ্তরসমূহে সকল ক্ষেত্রে প্লাস্টিক বর্জনসহ নিমোক্ত পরিকল্পনাসমূহ গ্রহণ করা হয়।

১। নিত্য নৈমিত্তিক সকল কাজে প্লাস্টিক ব্যবহার বর্জন করতে হবে। প্লাস্টিকের পরিবর্তে সিরামিক, পোড়ামাটি, পাট, বাঁশের তৈরী দ্রব্যাদি ও তৈজসপত্র ব্যবহার করতে হবে।

২। প্লাস্টিক সহজে পঁচে না বিধায় ডাস্টবিনে ও যত্রতত্র প্লাস্টিকের বর্জ্য ফেলা যাবে না।

৩। বিদ্যমান প্লাস্টিক ডাস্টবিনে না ফেলে রিসাইকেলিং এর মাধ্যমে পুন:ব্যবহার উপযোগী করে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে আঞ্চলিক কার্যালয় প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহার বর্জন করেছে। সভা, সেমিনারে প্লাস্টিকের প্লেট ও গ্লাসের পরিবর্তে কাচের গ্লাস ও প্লেট ব্যবহার করা হচ্ছে। উপহারের মোড়ক হিসেবে কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্রমান্বয়ে প্লাস্টিকের পানির বোতল, বালতি, মগ ইত্যাদি বর্জন করা হচ্ছে। পরিত্যক্ত প্লাস্টিক দ্রব্যাদি গাছ লাগানোসহ নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় ।এ কার্যালয়ের অধীনস্ত দপ্তরসমূহ এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। One time use প্লাস্টিকের বোতলে পানি ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বাগেরহাট জাদুঘর জাদুঘর ভবন, অফিস, বিশ্রামাগার ও মসজিদে প্লাস্টিক দ্রব্যাদি বর্জন করেছে। বিশুদ্ধ খাবার পানি ফিল্টারের স্থানে কাচের মগ প্রদান করা হয়েছে। টয়লেটগুলোতেও প্লাস্টিকের বদনা, মগ, বালতি বর্জন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও প্লাস্টিক ব্যবহারের সুফল ও কুফল নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

এম এম দত্ত বাড়ির ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে প্লাস্টিক বর্জন সংক্রান্ত ফেস্টুন স্থাপন করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে প্রাথমিকভাবে জাদুঘরে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে প্লাস্টিকের পরিবর্তে সিরামিক, মাটির দ্রব্য, বাঁশসহ পচনশীল দ্রব্য ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক অপসারণ করে যথাসম্ভব বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জাদুঘরে আগত দর্শনার্থীদের প্লাস্টিকের দ্রব্যাদি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। ক্যাম্পাসে যত্রতত্র প্লাস্টিক দ্রব্যাদি না ফেলে নির্দিষ্ট একটি স্থানে সংরক্ষণ করে পরে রিসাইকেল করা হচ্ছে।

এভাবে অন্যান্য দপ্তরগুলোসহ আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা প্লাস্টিক বর্জন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতে আরো বড় আকারে কর্মসূচি গ্রহণ করে জাতীয় পর্যায়ে প্লাস্টিক বর্জন করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদী।

# আলোকচিত্র

সভা ও সেমিনারে কাচের গ্লাস ও প্লাস্টিক র‍্যাপারবিহীন ফুলের ডালি

পরিবেশবান্ধব মোড়কে (কাগজ) উপহার মোড়ানো হয়েছে

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের টেবিলে পোড়ামাটি, কাচ ও প্লাইউডের ব্যবহার

খাবার পরিবেশনে কাচ ও সিরামিকের ব্যবহার